দৈনিক
ইনকিলাব

- 1 APR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ৪র্থ দিন

নকলে সহযোগিতার দায়ে আরো শিক্ষক বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলে সহযোগিতার দায়ে শিক্ষক বহিষ্কার অব্যাহত রয়েছে। গতকাল এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ৪র্থ দিনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সারাদেশে আরো ২০ জন শিক্ষক ও ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। গতকাল এসএসসির বাংলা ২য় পত্র এবং মদ্রাসার বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বোর্ডে গতকাল ৩ শিক্ষকসহ ৮১ পরীক্ষার্থীকে, বরিশাল বোর্ডে ১ শিক্ষকসহ ২২ পরীক্ষার্থীকে, যশোর বোর্ডে ৫৪ পরীক্ষার্থীকে, সিলেট বোর্ডে মাত্র ২ পরীক্ষার্থীকে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ৪১ জেলায় ২০৪ পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। রংপুরের পীরগঞ্জে নকল সরবরাহে বাধা দেয়ায় পরীক্ষা শেষে স্থানীয় মস্তানরা ৩ পুলিশকে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

আরো শিক্ষক বহিষ্কার

৮-এর পৃষ্ঠার পর

করে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া বরিশালে একটি কেন্দ্রে নকলের কারণে কিছু সময় খাতা আটকে রাখায় একজন মদ্রাসা শিক্ষকও প্রহৃত হন। আগের দিন ময়মনসিংহের ত্রিশালে গেটে দেহতল্লাশি করে নকল বহনকারী ২৫ ছাত্রকে কেন্দ্রের মাঠে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখার ফলে গতকাল ঐ কেন্দ্র পুরোপুরি নকলমুক্ত হয়ে যায়।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন গতকাল এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া কলিম উল্লাহ কলেজ কেন্দ্র, কুমিল্লার দাউদকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, চান্দিনার শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ কেন্দ্র, নিমসার উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং চৌদ্দগ্রামের মিয়াবাজার লতিফুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। গজারিয়া কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দায়িত্বে অবহেলার কারণে ফিরোজ আলম নামে একজন শিক্ষককে বহিষ্কার এবং শফিকুল ইসলাম ও আল আমীন নামে অপর দুই শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। মন্ত্রী কেন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করেই সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছাত্রছাত্রীদের তাদের সাথে লুকিয়ে রাখা নকল বের করে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। ছাত্রছাত্রীরা কয়েকক্ষন সাথে সাথে নকল মন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। এহছানুল হক মিলন উক্ত কেন্দ্রের সচিবকে ডেকে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে নকল নিয়ে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করলো তার জবাব চেয়ে তিরস্কার করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। অপর কেন্দ্রগুলোর পরিদর্শনকালে তিনি সুষ্ঠুভাবে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসব কেন্দ্রের সচিবদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে এসব কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের দেহ তল্লাশি করে বস্তাভর্তি নকল উদ্ধার করা হতো। এবছর সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে এ চিত্র। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ শফিউল্লাহ পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সাথে ছিলেন। পরে ঢাকায় ফিরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে পরীক্ষার ২য় দিনে নোয়াখালীর সদর উপজেলার বাদেরহাট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত পুলিশ কনস্টেবল আবুল বাশার (নং-৫৬৮) কে দেখতে যান এবং চিকিৎসার জন্য নগদ ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। এ ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ১৩ ব্যক্তিকে আটক এবং ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বরিশাল ব্যুরো জানায়, এসএসসি পরীক্ষার চতুর্থ দিনে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত ৬টি জেলার মধ্যে ৫টিতে গতকাল ২২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও দায়িত্বে অবহেলা ও নকলে সহযোগিতার অভিযোগে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার আগরপুরের শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের শিক্ষক দিলিপ কুমারকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বরগুনা জেলায় গতকাল নকলের দায়ে কেউ ধরা পড়েনি। গোটা বরিশাল বিভাগেই পরীক্ষা ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সু-শৃংখল।

গতকাল বরিশাল জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৯ জন, ভোলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৫ জন, পিরোজপুরে ৩ জন, ঝালকাঠীতে ৪ জন ও পটুয়াখালীতে ১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নওগাঁ থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ৪র্থ দিনে বাংলা ২য় পত্র পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার দায়ে নওগাঁয় ২৮ জনকে গতকাল (সোমবার) বহিষ্কার করা হয়েছে।

ফরিদপুর থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, নগরকান্দা উপজেলা সদরের এমএন একাডেমী হতে এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজী ২য় পত্র প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল বলে জানা গেছে। গত শনিবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট আগে স্থানীয় একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন হতে প্রশ্নের ফটোকপি বিভিন্নজনের মধ্যে পৌঁছালে ঘটনা জানাজানি হয়। অপরদিকে, গতকালের স্কুল ও মদ্রাসার বাংলা পরীক্ষায় জেলায় মোট ৫ জন বহিষ্কার হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সর্বপ্রথম ফরিদপুরের মদ্রাসা কেন্দ্রে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা চলছে।

গাজীপুর থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় গাজীপুরের কাপাসিয়া, শ্রীপুর ও কালিগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ২ শিক্ষকসহ ৫৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কাপাসিয়ার ঘাগটিয়া চালা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, তারাগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, সিংহশ্রী কেন্দ্র ... জামালপুর কেন্দ্র, শ্রীপুরের শ্রীপুর কেন্দ্র, শ্রীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং বর্মী কেন্দ্রে নকলের ঘটনা ঘটেছে।

কাপাসিয়ার ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ঘাগটিয়া চালা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ভিতরে নকলের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিরাজুল ইসলাম পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে রাখা নকল জমা দিতে বললে সাথে সাথে ৭ জন পরীক্ষার্থী নকলের উদ্দেশ্যে আনা কপিগুলো জমা দিয়ে দেয়। নির্ধারিত সময়ে নকল ফেলে না দেয়ায় এবং দেহতল্লাশি না করার অপরাধে তিনি কর্তব্যরত ২ জন শিক্ষককে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ঐ নির্দেশের প্রেক্ষিতে উক্ত দু'শিক্ষক রফিকুল ইসলাম মন্ডল এবং হুমায়ুন কবিরকে বহিষ্কার করা হয়। এ সময় কেন্দ্রে নকল সরবরাহকালে মানিক মিয়া নামে একজনকে আটক করা হয়। এ কেন্দ্রে ৬৬৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। বহিষ্কৃত ২ জন শিক্ষকই খিরাটি এ কে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

কাপাসিয়ায় রাউৎকোনা ফাজিল মদ্রাসা কেন্দ্রে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ সিরাজুল ইসলাম নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে কেন্দ্রের আশপাশের সকল দোকানপাট উঠিয়ে দিয়ে লোকজনকে পুলিশের সহায়তায় সরিয়ে দেন। তবে এখানে প্রশাসনের উদ্যোগে কেন্দ্রের আঙ্গিনায় ব্যানার ও মাইকিং হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা শুরু হবার পনের মিনিটের মধ্যে ৪ জন ছাত্রছাত্রীকে নকল করার অভিযোগে বহিষ্কার এবং মদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ২ জনকে আটক করে। এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজ্জাদুল হাসান দরজা বন্ধ করে দেন। দেহ তল্লাশি করে ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্রে ঢোকানো হয়। এ কেন্দ্রে ১১৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে।

পরীক্ষার প্রথম দিন থেকে গতকাল (সোমবার) পর্যন্ত গাজীপুর জেলার ১৯টি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি কেন্দ্র থেকে মোট ৩৮ জন এবং মোট ৫টি মদ্রাসা কেন্দ্রের মধ্যে ৪টি কেন্দ্র থেকে ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে কাপাসিয়ার সিংহশ্রী কেন্দ্র থেকে ১১ জন, ঘাগটিয়া চালা কেন্দ্র থেকে ৬ জন, তারাগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ২ জন, হাইলজোর কেন্দ্র থেকে ৩ জন, কালিগঞ্জের ভাওয়াল জামালপুর কেন্দ্র থেকে ৩ জন, বর্মী কেন্দ্র থেকে ৫ জন, সাতনা কেন্দ্র থেকে ১ জন, মাওনা কেন্দ্র থেকে ২ জন এবং সাতনা মদ্রাসা কেন্দ্র থেকে ১ জন, কালিগঞ্জের দুর্বাটি মদ্রাসা কেন্দ্র থেকে ৫ জন, শ্রীপুর ভাংনাহাটি মদ্রাসা কেন্দ্র থেকে ২ জন এবং কাপাসিয়ার রাউৎকোনা মদ্রাসা কেন্দ্র থেকে ৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া কাপাসিয়ার ঘাগটিয়া চালা কেন্দ্র থেকে ২ জন শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও হুমায়ুন কবিরকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, এসএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে গতকাল (সোমবার) চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।